সমকাল

তারিখ 02 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষক সংকট ও ভবনের অভাবে পাঠদান ব্যাহত

■ আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি

আমতলী ও তালতলী উপজেলায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ১ হাজার ২৪৯টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ১ হাজার ৪০ জন। শূন্য রয়েছে ২০৯টি পদ। অন্যদিকে অর্ধশতাধিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক না থাকায় এবং ভবন সংকটের কারণে আমতলী ও তালতলী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষায় চলছে বেহাল দশা।

আমতলী উপজেলায় ১৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১৫১ প্রধান শিক্ষক ও ৬২৬ সহকারী শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক থাকার কথা ৭৭৭ জন। আছেন ৬৬৬ জন। এর মধ্যে ৫১ প্রধান শিক্ষক ও ৬০ সহকারী শিক্ষকসহ ১১১ জন শিক্ষকের পদ খালি দীর্ঘদিন ধরে। তালতলী উপজেলায় ৭৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭৪ প্রধান শিক্ষক ও ৩৯৮ সহকারী শিক্ষকসহ ৪৭২ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু আছেন ৩৭৪ জন। ৩৩ প্রধান শিক্ষক ও ৬৫ সহকারী শিক্ষকসহ ৯৮ জন শিক্ষকের পদ খালি দীর্ঘদিন ধরে। যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই ওইসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে বিদ্যালয়গুলো। এতে সংকটের সমাধান না হয়ে দ্বিমুখী সংকট তৈরি হচ্ছে। একদিকে ক্লাসে পাঠদানে শিক্ষক সংকট, অন্যদিকে ভারপ্রাপ্তরা সঠিকভাবে তাদের সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে ধীরে ধীরে এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের কারণে তালতলী উপজেলায় কয়েকটি বিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম। এর মধ্যে মৌরুভী ও নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। তিনি কখনও ছুটি কিংবা অসুস্থ থাকলে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কাজিরখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছেন দু'জন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক অফিসের কাজে প্রায়ই উপজেলায় থাকেন। একজন শিক্ষক ক্লাস পরিচালনা করেন। একজন শিক্ষক ৫টি ক্লাসে নিতে গিয়ে কোনো লেখাপড়াই হয় না। তালতলীর অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই এরকম করুণ দশা। প্রতিটি বিদ্যালয়ে রয়েছে তিনটি করে পদ। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় এ সংখ্যা খুবই কম। তালতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ফিরোজ আহম্মেদ জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়ে অন্তত ৫টি পদ সৃষ্টি করা দরকার, তা না হলে শিক্ষক সংকট দূর হবে না। সরকার ১৫শ' বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় আমতলীতে বলইবুনিয়া নুরুল ইসলাম মৃধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তালতলী উপজেলায় দক্ষিণ ঝাড়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গাবতলী হাকিম হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে তিনটি বিদ্যালয় চালু করেছে। সরকারিভাবে এগুলোর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করায় তালতলী উপজেলার বিদ্যালয় দুটি এখনও চালু করা যায়নি। তবে আমতলীর বলইবুনিয়া নুরুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেবি শেনের হাট থেকে শহীদুল ইসলাম এবং নীলগঞ্জ থেকে মো. পাভেলকে ডেপুটেশনে পদায়ন করে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়েছে। কিন্তু দু'জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা, জানালেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. পাভেল।

আমতলী ও তালতলী উপজেলা

টেপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ■ সমকাল

অন্যদিকে আমতলী ও তালতলী উপজেলায় রয়েছে ভবন সংকট। দুই উপজেলায় প্রায় অর্ধশতাধিক ভবন রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। দীর্ঘদিন ধরে এসব ভবনের কোনো সংস্কার না করায় ভবনগুলো এতই ঝুঁকিপূর্ণ যে, এর ভেতরে এখন ক্লাস করা সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ফলে ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিরুপায় হয়ে খোলা আকাশ কিংবা অন্য বাড়ির বারান্দায় ক্লাস করছে। আমতলীর মধ্য টেপুরা ও হরিদ্রা বাড়িয়া, গাজীপুর বন্দর, ছুরিকাটা, উত্তর সোনাখালী, মধ্য চন্দ্রা মাঝেদিয়া ও তালতলীর শারিখ খালী, উত্তর গেণ্ডামারা, কমডেকা ও মরানিদ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো জরাজীর্ণ। আমতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. জাহিদ হোসেন জানান, শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে যেসব ভবন জরাজীর্ণ রয়েছে সেগুলোর ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। টাকা পাওয়া গেলে ভবনগুলো দ্রুত নির্মাণ করা হবে।

বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মজিদ জানান, শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষকের চাহিদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগের পর শিক্ষকের এ সংকট থাকবে না। ভবন সংকটের বিষয়ে তিনি জানান, কিছু কিছু ভবনের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পর্যায়ক্রমে সব বিদ্যালয় ভবনের বরাদ্দ পাওয়া গেলে এগুলো নতুন করে নির্মাণ করা হবে।